দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুয়া' ভর্তির সহিত জড়িত চক্রের সন্ধানলাভে কর্তৃপক্ষ অসহায়

আনোয়ার আলদীন ॥ জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশীট জমা দিয়া যে সংঘবদ্ধ চক্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ মোটা অংকের বিনিময়ে অবৈধভাবে 'ভুয়া' ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করিয়া পার পাইতেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উহার সন্ধান লাভে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য 'ভুয়া' ভর্তির সহিত জড়িত বচক্রটির সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে গত ৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় গাজীউল হককে আহ্বায়ক করিয়া একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছে। তবে কবে নাগাদ ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করিবে তাহা জানা যায় নাই।

তথ্যানুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন এবং বিভিন্ন বিভাগের কতিপয় কর্মচারী এই অবৈধ ভর্তি চক্রের সহিত জড়িত। এক সময় মধ্যম ক্যাটাগরির কিছু ছাত্রনেতাও এই অপকর্মের সহিত জড়িত ছিল বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, ভিসি, হল প্রভোষ্টসহ সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সীল-স্বাক্ষর জাল করিয়া ভর্তির ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে নেয় মোটা অংকের অর্থ। চলতি বছর অনার্সে ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালে মনিরুজ্জামান নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথিত এক কর্মচারীকে ২০ হাজার টাকা দিয়া অবৈধ উপায়ে ভর্তি হইতে চাহিয়াছিল গাজীপুরের এক তরুণ। পরে সে মনিরুজ্জামানের খোঁজে রেজিষ্ট্রার বিল্ডিংয়ে গেলে তাহাকে ভর্তি শাখায় আটক করা হয় এবং তাহার মূল মার্কশীট জমা রাখিয়া মনিরুজ্জামানকে লইয়া আসার জন্য বলা হয়। কিন্তু উহার পর আর তাহাদের হদিস পাওয়া যায় নাই।

গত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুই শতাধিক ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করিয়াছে। অবৈধ ভর্তি ও জাল সার্টিফিকেট তৈয়ার ইত্যাদির অভিযোগে গত ৫ বছরে ৬/৭ জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি সার্টিফিকেট চুরির দায়ে ৪ জন কর্মচারীকে পুলিশে সোপর্দ করা হইয়াছে। সর্বশেষ গত ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দুই 'ভুয়া' ছাত্রের ভর্তি বাতিল করা হইয়াছে এবং আরও অভিযুক্ত ১৬ জন 'ভুয়া' ছাত্র-ছাত্রীর নামে সম্প্রতি শো-কজ করা হইয়াছে।

১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দফায় ৯৯ জন 'ভুয়া' ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হয়। তাহারা প্রায় সকলেই ছিল প্রিলিমিনারীর ছাত্র-ছাত্রী। এই সময়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের তিন নেতারও 'ভুয়া' ভর্তি বাতিল হয়। তাহারা অধিকাংশই ছিল ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ সেশনের ছাত্র-ছাত্রী।

সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, ভুয়া ভর্তি ধরা খুবই কঠিন। উড়ো চিঠিতে প্রেরিত নাম-রোল নম্বর ইত্যাদির ভিত্তিতে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সন্ধান করা হয়। আর ইহা তদন্ত করিতে গিয়া অন্যান্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

গত দুই বছর ধরিয়া বিভাগগুলি ভর্তির সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করিতেছে। ফলে প্রশাসনিক ভবনের কর্মকর্তাদের নজরের আড়ালে-আবডালেই সব হইতেছে এমন মন্তব্য সংশ্লিষ্টদের।

এ পর্যন্ত যত ভুয়া ভর্তি ধরা পড়িয়াছে ইহার অধিকাংশই এফ রহমান হলের সহিত সংযুক্ত। মুহসীন হল ও রোকেয়া হলের অবস্থান উহার পরেই। সম্প্রতি যে ১৮ জনের ভুয়া ভর্তি ধরা পড়িয়াছে তাহাদের প্রায় সকলেই হইল এফ রহমান হলের সহিত সংযুক্ত।